দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15.3.86 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

0 018

15/3/86 দৈনিক বাংলা

মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং আমরা

মাধ্যমিক পরীক্ষাকে বলা হয় পাবলিক এগজামিনেশন। এই পরীক্ষায় পাবলিকের অর্থাৎ দেশের সর্বস্তরের পরিবার থেকে বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়েরা অংশ গ্রহণ করে। এত বেশী ছাত্রছাত্রী অন্য কোন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে না। অন্য কোন পরীক্ষার সাথে সমাজ এত সম্পৃক্ত হয়ে উঠে না। পরীক্ষা চলাকালীন সময়কালে সকলের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠে এই পরীক্ষা।

মাধ্যমিক পরীক্ষা আমাদের দেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নাম নিয়ে ক্রমোন্বয়ে একটি বড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই পরীক্ষার প্রতি সমাজের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। যুগে যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গীরও কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে বিশ্বাস করা হত মাধ্যমিক পরীক্ষা একটি পবিত্র নিষ্কলুষ ব্যাপার। এতে যখন দুর্নীতি ছিল কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত সীমিত তখন পরীক্ষায় দুর্নীতিকে রীতিমত ঘৃণা করা হত। অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত ছাত্র শুধু নিজেই ধিকৃত হত না, তার অপরাধ তার পরিবারকেও কলংকিত করত। অন্য দিকে যারা পড়াশুনা করে নিজের মেধার প্রমাণ দেখিয়ে উত্তীর্ণ হত তারা পেত সমাজের প্রশংসা।

আগে একজন পরীক্ষার্থী দুর্নীতি করত সম্পূর্ণ নিজ সিদ্ধান্তে এবং নিজ দায়িত্বে। তা থাকত তার একান্ত ব্যক্তিগত অপরাধ। সে ক্ষেত্রে শিক্ষক, অভিভাবক বা সমাজের বয়স্ক লোকদের ভূমিকা থাকত না বললেই চলে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সুস্পষ্ট। পরীক্ষা পরীক্ষার মত হবে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আগে পরীক্ষা ছিল আদর্শের ব্যাপার, এখন পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিছক একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে কোনমতে পাস করাই আমাদের পরম লক্ষ্য। পরীক্ষায় পাসই আসল। কি পন্থা অবলম্বন করে পাস করা হল তা একান্ত গৌণ ব্যাপার। তাই বর্তমানে পাস করার জন্য বিভিন্ন পন্থার ধারস্থ হচ্ছেন অনেকে। পরীক্ষার কৌশলেও এসেছে অনেক অভিনবত্ব। এক কথায় পরীক্ষার সামগ্রিক চেহারায় এসেছে অনেক পরিবর্তন। কিন্তু এই পরিবর্তন যদি মঙ্গলের দিকে আসত তা হলে তো কথা থাকত না।

একটি পাবলিক এগজামিনেশনের লালন ক্ষেত্র সমাজ। সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষ এ পরীক্ষার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সকলেরই নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। সুতরাং এককভাবে কোন গোষ্ঠীই এই সার্বজনীন পরীক্ষাকে সুন্দর সার্থক করে তুলতে পারে না।

আগের দিনে পরীক্ষার নিষ্কলুষ চরিত্র সংরক্ষণে শিক্ষকরা প্রশাসনীর রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করতেন। এখন পরীক্ষায় দুর্নীতির ব্যাপারে শিক্ষকদের সেই আপোষহীন মনোভাব অনেকটা কম দেখা যায়। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার মনোভাব আমরা অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছি। এর কারণ অনেক। সমাজে এখন শক্তিশালী ও বিত্তশালীদেরই মানমান্যতা। শিক্ষকরা সামাজিক ও আর্থিক উভয় দিক থেকে দুর্বল। আমাদের সার্বিক দৈন্যতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা স্থানীয় রাজনীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হই। আমরা গৃহশিক্ষক হিসাবে কাজ করি এবং স্বভাবতই বিশেষ বিশেষ ছাত্রছাত্রীর প্রতি আমাদের দায়দায়িত্ব থেকে যায়। আমরা অনেকেই পুরাপুরি ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে আমাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করার প্রয়াস পাই। অনেক সময় আমাদের সম্মানবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে নির্লজ্জভাবে পরীক্ষার দুর্নীতিতে সাহায্য করি। রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করি—তাই ছাত্র বহিষ্কারের সাথে সাথে ইনভিজিলেটর বহিষ্কারের খবরও আজকাল আর কোন বিরল ঘটনা নয়।

বর্তমান পরীক্ষার চরিত্রে যে পরিবর্তন দেখা যায় পরীক্ষার উপর অভিভাবকদের ব্যাপক প্রভাব তার অন্যতম কারণ। আমাদের ছেলেমেয়েরা কিভাবে গড়ে উঠেছে, কিভাবে তাদের লেখাপড়া চলছে সেদিকে প্রায় ভ্রূক্ষেপ করি না। কিন্তু পরীক্ষার সময় কিভাবে তাদেরকে পাস করানো যায়, কিভাবে তাদের জন্য উন্নত বিভাগ নিশ্চিত করা যায় সে ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমরা প্রায় তদবীর, প্রভাব বা অর্থের শক্তিতে বিশ্বাস করি। অনেক সময় লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে আপন ছেলেমেয়ের সাথে একযোগে অসৎ পন্থার আশ্রয় নেই। অর্থের বিনিময়ে দুর্নীতিবাজ চক্রের সাথে আঁতাত গড়ে তুলি যাতে করে পরীক্ষায় ছেলেমেয়েরা সফলকাম হওয়ার পরে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। অনেক সময় প্রয়োজনবোধে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহায্যও কামনা করি। এক কথায় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করি না।

স্থানীয় রাজনীতি, নেতাদের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির প্রভাব পরীক্ষায় স্বাধীন সার্বভৌম চরিত্রকে প্রায় কলুষিত করতে দেখা যায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আমরা পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রতিযোগিতা করি। ভাল ফলাফলের ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস দিয়ে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীদেরকে প্রলুব্ধ করি। কেন্দ্র পরীক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে।

পরিচ্ছন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষা কক্ষের পরিবেশ বহুলাংশে নির্ভরশীল পরীক্ষা কেন্দ্রের চতুর্পাশের আইন-শৃংখলার পরিস্থিতির উপর। পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত শিক্ষকদের সাথে আইন-শৃংখলা রক্ষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের টিমওয়ার্ক পরীক্ষা অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে পারে। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রশাসক এবং কেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষমান অভিভাবক—সব তরফই স্পর্শকাতর সকলেই টেনশনে থাকেন। সীমা লংঘন করলেই বিপত্তির সৃষ্টি হয়। অনেক কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সমঝোতার অভাব, কারুর মধ্যে দম্ভ প্রদর্শনের প্রবণতা পরীক্ষার সময়কে পরিস্থিতির ভারসাম্য নষ্ট করে পরীক্ষায় শান্তি ব্যাহত করে।

গত কয়েক বছরের হিসাব নিলে দেখা যায় যে, পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মানের হেরফের হয়—(১) সামাজিক মূল্যবোধ এবং (২) বিরাজমান আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি—এই দুইটি কারণের উপর। একস্তরের পর মূল্যবোধের কিছু অবক্ষয় দেখা যায়। নিয়ম-শৃংখলা ভেঙ্গে সংক্ষিপ্ত পথে কোন কিছু অর্জন করার প্রবণতা বেড়ে যায়। এই প্রবণতা স্বাভাবিকভাবে আইন-শৃংখলার পরিপন্থী। তাই আগের দিনের পরীক্ষার যে মজবুত কাঠামো ছিল তা অনেক শিথিল হয়ে পড়ে। তবে ইদানিংকালে বিশেষ করে ছিয়াত্তরের পর থেকে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই উন্নতি অনেকাংশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতিরও ফলশ্রুতি। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক থাকলে পরীক্ষা অনুষ্ঠান নির্বিঘ্ন হয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সবাইকে পরীক্ষা কেন্দ্র এবং তার আশপাশে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

তবে মাধ্যমিক পরীক্ষার মত পাবলিক এগজামিনেশন পাবলিকের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোন মতেই সফল ও সার্থক হতে পারে না। আমরা প্রায় বলে থাকি 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' আর যারা ছাত্রছাত্রী তারাই আগামী দিনের নাগরিক, তারাই জাতির কর্ণধার হবে। এই কথাগুলি যদি আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি তা হলে সুষ্ঠু মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে গুরুত্ব আমাদেরকে দিতেই হবে। কেননা মাধ্যমিক পরীক্ষা আমাদের জীবনে প্রথম বড় ধাপ। এই ধাপটি সঠিক, সবল না হলে পরবর্তীতে কোনমতেই সঠিকভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে না। মনে রাখা দরকার যে, মাধ্যমিক পরীক্ষা শুধু ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নয়, এক অর্থে আমাদের সকলের জন্যও এক বড় পরীক্ষা। এতে যদি আমরা উত্তীর্ণ হই তা হলে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরাও সত্যিকারভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারব।

—আবু মোহাম্মদ